বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডিসেম্বর, ২০২২ মাসের প্রতিবেদন

মোট নির্দেশনা = ৯ বাস্তবায়িত= ৪ বাস্তবায়নাধীন=৫ বাস্তবায়িত হয়নি=০

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি বিস্তারিত লিখতে হবে (যেমন ডিপিপি প্রণয়ন হচ্ছে/আংশিক বাস্তবায়নাধীন/প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহীত/টেন্ডার আহবান করা হয়েছে ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ অথবা বাস্তবায়িত হলে তা লিখতে হবে)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা (যদি থাকে)	মন্তব্য
ক	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিদ্যমান পুরাতন এবং উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের অনুপযোগী ভবন অপসারণ করে একটি আধুনিক, মানসম্মত ও দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণ করে বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপন করতে হবে;	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক আধুনিক, মানসম্মত ও দৃষ্টিনন্দন ভবনসহ বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জুলাই ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে একটি স্টাডি প্রজেক্ট (সমীক্ষা প্রকল্প) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত স্টাডি প্রকল্প হতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রণীত ডিপিপি'র ওপর বিগত ০১/০১/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২৫৪৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রণীত প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি বিগত ০৮/৪/২০১৮ তারিখে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ৭/৬/২০১৮ তারিখে জানানো হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে একটি ছোট প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইতোপূর্বে একটি ছোট প্রকল্প গ্রহণ করায় আবার ছোট প্রকল্প গ্রহণ না করে আলোচ্য প্রকল্পটি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য এর পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৯/৮/২০১৮ তারিখে পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৭/০২/২০২২ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর হতে একটি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এতে জানানো হয়েছে যে, আগারগাঁও এ বিদ্যমান পুরাতন ভবন ভেঙ্গে মাত্র পৌনে ৫ একর জায়গায় এ ধরনের বিশ্বমানের বিশাল কমপ্লেক্স স্থাপন করা কঠিন হবে। আগারগাঁও এর পরিবর্তে ঢাকার অদূরে আশুলিয়া, পূর্বাচল, কেরাণীগঞ্জ, মাওয়া ইত্যাদি এলাকায় ৫০ হতে ১০০ একর জায়গায় বিশ্বমানের জাদুঘর স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্ণিত এলাকাসমূহে জমি অনুসন্ধান করা হচ্ছে। প্রয়োজন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পরিমাণ জমি পাওয়া গেলে জমির বিবরণসহ একটি সারসংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। বিশ্বমানের বিজ্ঞান জাদুঘর স্থাপনের জন্য বিদ্যমান স্থান পর্যাপ্ত নয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিদ্যমান স্থানের পরিবর্তে ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জ এলাকায় ৯৫ একর জমি অধিগ্রহণপূর্বক আধুনিক, মানসম্মত ও দৃষ্টিনন্দন ভবনসহ বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল মেজারমেন্টস এবং এনআইবি স্থাপনের লক্ষ্যে স্থান নির্বাচনের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক উক্ত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	ডিপিপি অনুমোদিত হয়নি।	
খ	বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচিকে স্থায়ী করার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে;	বাস্তবায়িত		
গ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার বিভাগীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে;	(১) **রাজশাহী বিভাগ:** রাজশাহী বিভাগে নভোথিয়েটার স্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প ২৩২.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ ৮৪% সম্পন্ন হয়েছে। প্লানেটরিয়ামের আউটারডোম নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ইনারডোম স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্লানেটরিয়াম যন্ত্রপাতি শিপমেন্ট হয়েছে এবং		

		অভজারভেটরি টেলিস্কোপ, 5D যন্ত্রপাতি এবং সায়েন্টিফিক এক্সিবিট শিপমেন্টের অপেক্ষায় আছে। জুন ২০২৩ সালের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। **(২) বরিশাল বিভাগ:** বরিশাল বিভাগে নভোথিয়েটার স্থাপনের লক্ষ্যে ৪১২ কোটি টাকার একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভৌত-অবকাঠামো নির্মাণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্লানেটরিয়াম ভবন, অফিস ভবনের পাইলক্যাপ নির্মাণ করা হচ্ছে। ডরমেটরি ভবনের প্রথম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। ডোম নির্মাণ কাজের টেন্ডার চলমান আছে। সার্বিক অগ্রগতি ১৭%। **(৩) রংপুর বিভাগ:** রংপুর বিভাগে নভোথিয়েটার স্থাপনের লক্ষ্যে ৪১৭.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ভবন নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নির্বাচনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ঠিকাদার ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **(৪) খুলনা বিভাগ:** খুলনায় বিভাগে নভোথিয়েটার স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ শর্তসাপেক্ষে একনেক সভায় অনুমোদন হয়। একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, খুলনা স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য জরুরী ভিত্তিতে একুনে ১০.০০ (দশ) একর জমি বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জমির রেকর্ড সংশোধনের কাজ আগামী ৭ দিনের মধ্যে শেষ হতে পারে। কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ছাড়পত্র গ্রহণের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরে সভা আয়োজনের জন্য কার্যপত্রের ইনপুট প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত জমি বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশন এবং মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক আদশ জারী করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **(৫) সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ বিভাগ:** চট্রগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের জন্য একত্রে একটি ডিপিপি. প্রণয়ন করার জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ হয়েছে। ডিপিপি চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর ও খুলনা নভোথিয়েটার পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত করে ৪৭৭টি পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে নতুন চেকলিস্ট অনুসার পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।	প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিং আছে। ডিপিপি প্রণীত হয়নি।	
ঘ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের সম্মুখে স্থাপিত বিলবোর্ডগুলি সত্বর অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দিতে হবে;	বাস্তবায়িত		
ঙ	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নভোথিয়েটার দর্শনের লক্ষ্যে এবং নভোথিয়েটার-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য বিআরটিসি থেকে ভাড়ায় বাস সংগ্রহ করা যেতে পারে;	বাস্তবায়িত		

চ	জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট এলাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের মেরিন একুয়ারিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে;	জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট এলাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের মেরিন অ্যাকোয়ারিয়াম নির্মাণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডির আলোকে প্রণীত ডিপিপি'র ওপর গত ২৫/০৩/২০১৮ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর হতে Environmental Impact Assessment (EIA) সম্পাদন করে স্থাপত্য অধিদপ্তরের ডিজাইন এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের ডিটেইল ইস্টিমেট মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ২০/০২/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক এ প্রকল্পে বৈদেশিক সাহায্যের বিষয়ে ERD-এর মতামত চাওয়া হলে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে না মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে আলোকে ডিপিপি সংশোধন করে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় সংশোধনসহ কিছু পর্যবেক্ষণের আলোকে পুনরায় ডিপিপি পুনর্গঠনের অনুরোধ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হালনাগাদ প্রাক্কলন মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে জনবল এবং ভূমিঅধিগ্রহণের সুনির্দিষ্ট তথ্য ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ৭/০৪/২০২২ তারিখ ফেরত প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক ডিসি অফিস থেকে প্রস্তাবিত ২৯.৩০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ছাড়পত্রপ্রাপ্ত জমির মূল্য এবং ৩ (তিন) লক্ষাধিক গাছগাছালির ক্ষতিপূরণ মূল্য জেলা প্রশাসন ও বনবিভাগ থেকে পাওয়া গেছে। উক্ত জমিতে বিদ্যমান ২টি রিসোর্ট, ৩০টি বসতবাড়ীর ক্ষতিপূরণ মূল্য কয়েক দিনের মধ্যে গণপূর্ত বিভাগ হতে পাওয়া যাবে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া, নক্সা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। স্থাপনার ক্ষতিপূরণ, স্থাপত্য নক্সা এবং প্রাক্কলিত মূল্য পাওয়ার পর ডিপিপি পূনর্গঠন করা হবে।	ডিপিপি অনুমোদিত হয়নি।	
ছ	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কাজ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে পৃথক আইন প্রণয়ন করতে হবে।	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পটি ১,১৩,০৯২.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে (জুলাই ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২৫) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৭%। বাস্তবায়িত		
জ	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আরও একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।	'বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচনের সমীক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সকল নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে প্রাথমিকভাবে ৫টি সাইট চিহ্নিত করা হয়। প্রকল্পটি জুন ২০২১ সালে সমাপ্ত হয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		

(মোঃ আছির উদ্দীন সরদার)
উপসচিব
☎ ৯৫৪০৩৮৩
E-mail: section2@most.gov.bd